আমাদের সময়

তারিখ ... 01 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

### শরীয়তপুরে স্কুলের অর্থ আত্মসাতের মামলা

# ৪ শিক্ষক পলাতক, শিক্ষাদান ব্যাহত

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ●

শরীয়তপুর সদর উপজেলার আংগারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জমি বিক্রির টাকা আত্মসাতের দায়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এর দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ২ সহকারী শিক্ষকসহ ১২ জন পলাতক রয়েছেন। আদালতের ধার্য করা তারিখে হাজির না হওয়ায় শরীয়তপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিশেষ সিনিয়র জজ আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় ওই ৪ শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দুদকের মামলার বিবরণ ও দুদকে অভিযোগকারী আনোয়ার হোসেন হাওলাদার জানান, শরীয়তপুর পৌর এলাকার উত্তর মধ্যপাড়া মৌজায় আঙ্গারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩ একর ৭১ শতাংশ জমি রয়েছে। ওই স্কুলের এক সময়ের প্রধান শিক্ষক বর্তমানে জেলা অওয়ামী লীগের সভাপতি ও শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র আবদুর রব মুন্সি এবং তার আপন ভাতিজা বর্তমানে ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ও পদাধিকার বলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসচিব আনোয়ার কামাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই ২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ম্যানেজিং কমিটির সভায় ভুয়া রেজুলেশন দেখিয়ে তাদের পছন্দের লোকের কাছে ৩ একর ৭১ শতাংশ জমির সমুদয় কম দামে বিক্রি করে দেন। বর্তমান বাজারমূল্যে অন্তত ৮ কোটি টাকার ওই জমি মাত্র দেড় কোটি টাকায় বিক্রি দেখিয়ে সে টাকা দুই বছর পর্যন্তও স্কুলের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করেননি।

মামলার বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, জমি বিক্রির কিছু দিন পূর্বে শ্রেণি পরিবর্তন করে নামজারি করানো হয়। পরে ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র আনোয়ার কামালের অভিযোগের ভিত্তিতে ও দুদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে জমির সর্বনিম্ন সরকারি মূল্য ছিল চার কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু ৩ একর ৭১ শতাংশের মধ্যে দুই একর ২৮ শতাংশ জমির জাল পর্চা তৈরি করে জমি বিক্রি করা হলে সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা কমিয়ে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকা।